দৈনিক বাংলা

তারিখ 15 SEP 1990
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

06

সরকারী অনুদান ও বেতন বৃদ্ধি

সরকারী নির্দেশ অমান্য করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের বেতন বৃদ্ধি' এ শিরনামে একটি খবর আছে পত্রিকান্তরে। খবরটি যশোর জেলা শহরের। খবরে বলা হয়েছে, এই শহরের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের বেতন মাসিক তিনটাকা করে বৃদ্ধি করা হয়েছে। অথচ সরকারী অনুদানপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেতন বৃদ্ধির উপর বিধিনিষেধ আছে। ১৯৮৭ সালের ২৮১৯৯/৬৫০ নং স্মারকে ঐ বছরে ১লা জুলাই থেকে এ সকল প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের বেতন বৃদ্ধি করা যাবে না বলে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা দফতরের মহা পরিচালক এক নির্দেশ দিয়েছেন। এ নির্দেশ সরকারী অনুদানপ্রাপ্ত বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় এবং মাদ্রাসা সম্পর্কে প্রযোজ্য। এ নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে যশোর বোর্ড কর্তৃপক্ষ ১৯৮৭ সালের ১৮ই নবেম্বর ৫৪৩৩২ নং স্মারকে এ ধরনের নির্দেশের কথা জানিয়ে দিয়েছেন বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের।

খবর দৃষ্টে মনে করার কারণ আছে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ এ নির্দেশ মানছেন না, কেন মানছেন না এ ব্যাপারে নিশ্চয়ই তাদের কিছু বক্তব্য আছে। কারণ, এখানে অনুদানের প্রশ্নটির ব্যাখ্যার অবকাশ আছে। সাধারণত শিক্ষা ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন খাতে আজকাল ইকনমিক বেনিফিট নামে প্রতিটি বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারী সাহায্য পেয়ে থাকে। এ ছাড়া কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এককালীন কিছু টাকা সরকারের কাছ থেকে পেয়ে থাকে। এক্ষেত্রে ইকনমিক বেনিফিট যেমন অনুদান নয়, তেমনি এককালীন অর্থ সাহায্যও নিয়মিত নয় বলে অনুদান বলে গণ্য হয় না। যশোরের উল্লিখিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি এর বাইরে কোন নিয়মিত সরকারী অনুদান পায় কিনা, তাই এক্ষেত্রে বিচার্য।

তবে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে বাড়তি টাকা নেয়া কোন নতুন বা আকস্মিক ঘটনা নয়। সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও নানা খাতে ভর্তির সময় এবং প্রতিবছর সেশনের প্রথমে বেশ বড় অংকের টাকাই অদায় করা হয়। এরপরে আছে সরকারী বে-সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষার পূর্বে কোচিং ফি। এই কোচিং ফি না দিলে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার জন্য পাঠায় না। অর্থাৎ এই কোচিং ফি এখন বাধ্যতামূলক। সেক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারী আর্থিক অনুদানের প্রশ্ন এভাবেই গৌণ।

সরকারী-বেসরকারী সকল প্রতিষ্ঠানই যাতে নিয়ম মেনে চলে এবং ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে অযৌক্তিকভাবে টাকা আদায় না করে সেদিকে দৃষ্টি রাখার জন্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহবান জানাই।